তারিখ: ২৬ জানুয়ারী ২০১৯

সড়ক দূর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরন ও সহায়তাকারীর সুরক্ষা প্রদানের নীতিমালা, ২০১৮ এর বাস্তবায়নে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় উদ্যোগ

আজ ২৬ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখ ব্লাস্ট কর্তৃক আয়োজিত সড়ক দূর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তাকারীর সুরক্ষা প্রদান নীতিমালা সংক্রান্ত হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তাকারীর সুরক্ষা প্রদানের নীতিমালা, ২০১৮ এর বাস্তবায়নের উপর অংশগ্রহনকারীরা বিভিন্ন মতামত প্রদান করেন। ব্লাস্টের আইন উপদেস্টা, এস এম রেজাউল করিম এর সঞ্চালনায় উক্ত সভায় উদ্বোধনী বক্তব্যে বিচারপতি মো: নিজামুল হক, সাবেক বিচারপতি, আপীল বিভাগ, সুপ্রীম কোর্ট এবং প্রধান আইন উপদেষ্টা, ব্লাস্ট বলেন, "সড়ক দুর্ঘটনা হলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।"

জাকিয়া সুলতানা, অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বলেন, "১৬২৬৩ টোল ফ্রি হটলাইনে ফোন দিয়ে 'স্বাস্থ্য বাতায়ন' থেকে যে কেউ যে কোন সময় (২৪ ঘন্টা) ডাক্তারের সাহায্য নিতে পারেন।" তিনি অচিরেই সরকারী হাসপাতালে Emergency Protocol বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন।

সভায় এ কে এম মোশাররফ হোসেন মিয়াজী, এ আই জি (ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট) বলেন বাংলাদেশ পুলিশ দুর্ঘটনা কমানোর জন্য সার্বক্ষনিক কাজ করে যাচ্ছে। তিনি যানবাহনের ফিটনেস সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মো: আনিসুজ্জামান, পুলিশ সুপার (অপারেশন এন্ড স্পেশাল এ্যাফেয়ার), হাইওয়ে পুলিশ, বাংলাদেশ বলেন "দুর্ঘটনা ঘটলে পুলিশের হটলাইন ৯৯৯ এ ফোন করে স্বাস্থ্য সেবাসহ যে কোন সেবা পেতে পারেন। বাংলাদেশের সড়কগুলোতে ২৩৬ টি Black Spot চিহ্নিত করা হয়েছে, এইসকল স্থানের নিকটবর্তী হাসপাতালগুলোতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরন ও সহায়তাকারীর সুরক্ষা প্রদানের নীতিমালা, ২০১৮ এ বিষয়ে কর্মশালা ও সেমিনার করে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।"

ডা: মইনুল হোসেইন, মহাসচিব, বাংলাদেশ বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক মালিক সমিতি বলেন, "হাসপাতালের জরুরীবিভাগ গুলোকে আরো কার্যকরী করতে হবে। কোন ধরনের বিলম্ব না করে সড়ক দূর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরী স্বাস্থ্য সেবা সহায়তাকারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।"

সভায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তাকারীর সুরক্ষা প্রদান নীতিমালা সংক্রান্ত হাইকোর্টের নির্দেশনাসমুহ সমুহ উপস্থাপনায় তুলে ধরেন এডভোকেট তাজুল ইসলাম, উপদেষ্টা, এডভোকেসী ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, ব্লাস্ট ও এডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট বাংলাদেশ।

আরেকটি উপস্থাপনায় আহত ব্যক্তির জরুরী স্বাস্থ্য সেবা বিষয়টি সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ এ কতটুকু পরিলক্ষিত হয়েছে তা তুলে ধরেন তাকবীর হুদা, গবেষণা বিশেষজ্ঞ, ব্লাস্ট। তিনি বলেন "সড়ক পরিবহন আইনে বিদ্যমান শাস্তির বিধানগুলো নিয়ে আমাদের আরো ভাবতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।"

সভায় ব্যারিস্টার রাসনা ইমাম, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তাকারীর সুরক্ষা প্রদানের নীতিমালার প্রেক্ষিত এবং বর্তমান চিত্র তুলে ধরেন। ব্যারিস্টার অনিতা গাজী রহমান, এডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট বাংলাদেশ Golden Hour এর উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, "Golden Hour এ অবশ্যই স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নীতিমালার উন্নয়ন করা প্রয়োজন।"

ব্যারিস্টার সরকার এম আর হাসান, নিরাপদ সড়ক চাই এর আইন সম্পাদক, আহত ব্যক্তির জরুরী স্বাস্থ্য সেবা এবং সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে উপজেলা হাসপাতালগুলোতে ২৫ শয্যাবিশিষ্ট জরুরীসেবা ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন, নীতিমালা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে 'Accident Control Commission' গঠন করা যেতে পারে। এই কমিশন নিয়মিত মনিটরিং করবেন।

আইনজীবী, ডাক্তার, সাংবাদিক, সভায় যাত্রী কল্যান সমিতির প্রতিনিধি সহ বেসরকারী সংগঠন এর প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, গনমাধ্যম কর্মীগন এবং মানবাধিকার কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ব্লাস্টের আইন উপদেস্টা, এস এম রেজাউল করিম সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভা শেষ করেন।

প্রেক্ষাপট: বিগত ২১ শে জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে জনৈক আরাফাত নামে একজন বাসের হেলপার বাসে উঠার সময় পা পিছলে নিচে পড়ে যায় এবং মারাত্মক ভাবে আহত হয়। পরে তাকে নিয়ে নিকটবর্তী হাসপাতালে নেয়া হলে সেই হাসপাতাল চিকিৎসা করতে অস্বীকৃতি জানায়। সেই আহত ব্যক্তিকে নিয়ে অন্য আরো ২ টি হাসপাতালে নেয়া হলে সেগুলো থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে গুলশান থানা থেকে একজন সাব-ইন্সপেক্টর এর সহায়তায় তাকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে সৈয়দ সাইফুদ্দিন কামাল, ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, তরু একটি মামলা দায়ের করেন এবং তার পক্ষে আবেদনকারীর পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করছেন আইনজীবী সারা হোসেন এবং ব্যারিস্টার অনিতা গাজী রহমান, ব্যারিস্টার রাসনা ইমাম, এডভোকেট এস এম রেজাউল করিম এবং এডভোকেট শারমিন আক্তার। গত ৮ই আগস্ট ২০১৮ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ এবং বিচারপতি ফরিদ আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তাকারীর সুরক্ষা প্রদান নীতিমালা, ২০১৮ কার্যকর করার আদেশ দেন। রায়ে সহায়তাকারীর সুরক্ষা প্রদান বাধ্যতামূলক বলে আদালত আদেশ দিয়েছেন। গত ৪ঠা নভেম্বর ২০১৮ মহামান্য হাইকোর্ট সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের কোনরকম আাইনী জটিলতা ও আর্থিক সক্ষমতার বিষয় বিবেচনা না করে সকল সরকারী, বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিককে জরুরী চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দায়ের করা রিট মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ পায়। এ প্রেক্ষিতে ব্লাস্ট এই নীতিমালা কিভাবে সবার সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে কার্যকর করা যায় তা নিয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে।

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসী ও কমিউনিকেশনস)
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
ইমেইল: mahbuba@blast.org.bd